



৫৬-সূরা আন ওয়াক্‌আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় । بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। যখন অবশ্যস্তাবী ঘটনা সংঘটিত হইবে— إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②
- ৩। ইহার সংঘটনে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই— لَيْسَ لَوْفَعِيهَا كَاذِبَةٌ ③
- ৪। ইহা (কতককে) অধঃপতিত করিবে এবং (কতককে) সমুন্নত করিবে । خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④
- ৫। যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হইবে । إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ⑤
- ৬। এবং পর্বতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে । وَسَبَّتِ الْجِبَالُ سَبًا ⑥
- ৭। অনন্তর উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে; فَكَانَتْ هَبًا مُّتَّبًا ⑦
- ৮। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে; وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑧
- ৯। সূত্রাৎ (এক শ্রেণী হইবে) ডান হাতের সহচররত্ন—
কেমন (সৌভাগ্যশালী) হইবে ডান হাতের সহচররত্ন ? فَأَصْحَبُ الْيَمِينَةِ ⑨ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينَةِ ⑩
- ১০। এবং (দ্বিতীয় শ্রেণী হইবে) বাম হাতের সহচররত্ন—
কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচররত্ন । وَأَصْحَبُ الشِّمْلَةِ ⑪ مَا أَصْحَبُ الشِّمْلَةِ ⑫
- ১১। এবং (তৃতীয় শ্রেণী হইবে) অগ্রগামী, তাহারা
প্রকৃতই অগ্রগামী হইবে; وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑬
- ১২। ইহারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত হইবে; أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑭
- ১৩। নিয়ামত পূর্ণ জালাতে— فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ⑮
- ১৪। পূর্ববর্তীগণের (মো'মেনগণের) মধ্য হইতে হইবে এক
রহৎ দল, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ⑯
- ১৫। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে, এক ছোট
দল, وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ⑰

১৬। স্বর্ণখচিত পালঙ্কসমূহের উপর (উপবিষ্ট থাকিবে),

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। উহাদের উপরে হেলান দিয়া মুশোমুখি অবস্থায়।

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ﴿١٧﴾

১৮। চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে,

يَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ لَوْلَاكَ مَخْلُوقُونَ ﴿١٨﴾

১৯। বরগার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র, সূরাহী এবং পেয়ালাসমূহ লইয়া।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٩﴾

২০। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়াও হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না—

لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (তাহারা ঘূরিবে) ফল-মূল লইয়া যাহা তাহারা পসন্দ করিবে,

وَمَا كُنْهٍ مِمَّا يَخْتَارُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং পাখীর মাংস লইয়া যাহা তাহারা আকাংখা করিবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (তথায় তাহাদের জন্য) আয়তলোচনা সুন্দরী রমণীগণ থাকিবে,

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٣﴾

২৪। সমস্তে রক্ষিত মুক্তার নায়,

كَامَلَالِ الْمَوْلُودِ الْأَكْمَرِ ﴿٢٤﴾

২৫। ইহা বিনিময় স্বরূপ হইবে সেইসব কর্মের যাহা তাহারা করিত।

جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। তথায় তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন পাপের কথা,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٦﴾

২৭। কেবল এই (অভিবাদন) বাণী ছাড়া—সানাম সানাম (শান্তি বর্ষিত হউক, শান্তি বর্ষিত হউক)।

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٧﴾

২৮। আর যে ডান হাতের সহচরগণ— কতই না সৌভাগ্যশালী হইবে ডান হাতের সহচরগণ!—

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২৯। কল্টকবিহীন-ডারাবনত কুলরক্ষরাজির মধ্যে,

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত ওচ্ছবিশিষ্ট কদলী রক্ষসমূহের মধ্যে,

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং সুবিস্তৃত ছায়াতে,

وَذِلِّ مَسْدُودٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং প্রবহমান পানির মাঝে,

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং প্রচুর ফল-মনের মধ্যে,

وَفَالِهَةٍ يَسْرُورٍ ۝

৩৪। যাহা শেষও হইবে না এবং নিম্নও হইবে না,

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

৩৫। এবং সম্ভ্রান্ত রমনীগণের সংগে—

وَفَرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ ۝

৩৬। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি,

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً ۝

৩৭। এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি,

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝

৩৮। প্রেমময়ী সম-বয়স্কা করিয়া,

عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

[৩৯] ৩৯। ডান হাতের সহচরগণের জন্য।

وَلَا حِجْبَ لِّلْيَمِينِ ۝

৪০। পূর্ববর্তী মো'মেনগণের মধ্য হইতে হইবে এক রহৎ দল।

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝

৪১। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতেও হইবে এক রহৎ দল।

وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

৪২। আর যে বাম হাতের সহচরগণ— কেমন (হতভাগা) হইবে বাম হাতের সহচরগণ!

وَأَخْطَبَ الشِّمَالُ مَا أَخْطَبَ الشِّمَالُ ۝

৪৩। তাহারা থাকিবে উষ্ণ বায়ু এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে

فِي سُجُومٍ وَحَمِيمٍ ۝

৪৪। এবং ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার ছায়াতলে;

وَطِيلٍ مِّنْ يُّحْمُومٍ ۝

৪৫। উহা না ঠাণ্ডা হইবে, না আরামদায়ক।

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝

৪৬। ইতিপূর্বে তাহারা আরাম ও প্রাচুর্যের অবস্থায় ছিল,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝

৪৭। এবং তাহারা মহাপাপে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিত।

وَكَانُوا يُعْمِرُونَ عَلَى الْحَنثِ الْعَظِيمِ ۝

৪৮। এবং তাহারা বলিত, 'কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মুড়িকা ও অস্থিপুঞ্জ পরিণত হইব তখনও কি আমরা সতিাই পুনরুৎপন্ন হইব,

وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذَا مِمَّا وُضِعْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ

عِظَامًا إِنَّا لَنَبْعُوثُ ۝

৪৯। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পুতপুরুষগণও কি?

أَوَإِنَّا الْأَوَّلُونَ ۝

৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণও এবং পরবর্তীগণও,

قُلْ إِنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

৫১। অবশ্যই (সকলকে) একত্রিত করা হইবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

لَنَجْجُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

৫২। অতঃপর তোমরা হে পথদ্রষ্টে, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যারোপকারীরা !

ثُمَّ رَأَيْتُكُمْ أَنْتُمْ الصَّادُونَ الْكَذِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তোমরা নিশ্চয়ই যাকুম রক্ষ হইতে আহ্বার করিবে,

لَا كَلُومَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقومٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং উহা দ্বারা উদর পূর্তি করিবে,

فَمَا تَلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং উহার উপর পরম পানি পান করিবে,

فَسِرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৬। পিপাসিত উদ্ভূত পান করার ন্যায় পান করিবে,

فَسِرْبُونَ شَرِبَ إِلَيْهِمْ ﴿٥٦﴾

৫৭। বিচারদিবসে ইহা হইবে তাহাদের আপায়ন।

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٧﴾

৫৮। তোমাদিগকে আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা (ইহাকে) কেন সত্য বলিয়া স্বীকার কর না ?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তোমরা (নারীগর্ভে) যে বীৰ্য পাত কর উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ ?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা (উহার) সৃষ্টিকর্তা ?

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। আমরাই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি, এবং আমরা এমন নহি যে তোমাদিগকে কেহ ডিঙ্গাইয়া আগে যাইতে পারিবে,

نَحْنُ قَدْ زَادْنَا بَيْنَكُمْ السَّوْتِ وَمَا عَنْهُمْ مَسَوِّفُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এই ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের অনুরূপ (অনা জাতিকে) তোমাদের স্থলে লইয়া আসি, এবং আমরা তোমাদিগকে এমন আকারে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা অবগত নহ।

عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না ?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ, যাহা তোমরা (ক্ষেতে) বপন কর ?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে ওকনা গুঁড়ায় পরিণত করিতে পারিতাম, তখন তোমরা কেবল কথা রচনা করিতে থাকিতে;

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكُّهُنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় আমরা ঋণ-ভারাক্রান্ত !

إِنَّا لَنُفْرِمُونَ ۝

৬৮। বরং আমরা (সম্পূর্ণরূপে) বঞ্চিত ?

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাছা তোমরা পান কর ?

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝

৭০। তোমরাই কি উহাকে মেঘপৃষ্ঠ হইতে নাযেন কর, না আমরা (উহার) নাযেনকারী ?

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝

৭১। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে তিস্ত করিয়া দিতে পারিতাম, তথাপি তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَهْلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

৭২। তোমরা কি সেই গ্রাভন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছ যাছা তোমরা জানাইয়া থাক :

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝

৭৩। তোমরাই কি উহার (জন্ম) রক্ষকে উপদ্রব কর, না আমরা (উহার) উপদ্রবকারী ?

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ خَبْرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۝

৭৪। আমরা উহাকে অতীত ও মুসাকেরদের জন্য উপদ্রব এবং সুফলপ্রদ করিয়াছি।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَفَصًّا لِلْعُقُومِينَ ۝

[৫৬] ৭৫। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ কর।

سُبْحَانَكَ يَا أَسْمَرَ تَيْكَ الْعَظِيمِ ۝

৭৬। অবশ্যই আমি নক্ষত্রাভিরা পতনের কসম খাইতেছি

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝

৭৭। এবং নিশ্চয় ইহা মহান কসম, যদি তোমরা জানিতে

وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝

৭৮। নিশ্চয়ই ইহা মহা সম্মানিত কুরআন,

إِنَّهُ أَقْرَأُكَ كَرِيمٌ ۝

৭৯। যাছা এক উপ্ত সুরাচ্ছিত কিতাবে আছ,

فِي كِتَابٍ مُّكْنُونٍ ۝

৮০। পবিত্র নোকগণ বাতীত কেহ উহাকে স্পর্শ কার্ণবে না।

لَا يَشْعُرُ إِلَّا الْبَاطِلُونَ ۝

৮১। সর্বভগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে ইহা নাযেন হইয়াছে।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৮২। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি নীতপ্রক্কা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিতেছ,

أَفَبِعَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ ۝

৮৩। এবং তোমরা কি ইহাকে নিজেদের জীবিকা স্বরূপ বানাইয়া লইয়াছ যে তোমরা ইহাকে মিথ্যা বনিয়া প্রত্যাশান কর ?

وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٣﴾

৮৪। যখন (মুম্ব্ব বাস্তির প্রাণ) কণ্ঠাগত হয় তখন কেন (উহাকে রোধ কর) না ?

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ﴿٥٤﴾

৮৫। এবং তোমরা সেই মুহূর্তে তাকাইতে থাক

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

৮৬। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা তাহার অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না;

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْكُمْ ﴿٥٦﴾

৮৭। যদি তোমাদিগকে প্রতিফল না-ই দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেনই বা না—

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٧﴾

৮৮। তোমরা উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ?

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾

৮৯। অতএব যদি সে (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়—

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৯০। তাহা হইলে তাহার জন্য অবধারিত আছে আরাম ও সুখ-স্বাস্থ্য এবং নেয়ামতপূর্ণ জামাত;

مَرْوَجٌ وَرِيحٌ أَهٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٦٠﴾

৯১। এবং যদি সে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হয়,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُخَلَّبِينَ ﴿٦١﴾

৯২। তাহা হইলে (তাহাকে বলা হইবে,) 'তোমার উপর 'সালাম', হে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি !'

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ آخِطِ الْيَمِينِ ﴿٦٢﴾

৯৩। কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الْمُنَافِقِينَ ﴿٦٣﴾

৯৪। তাহা হইলে তাহার আপ্যায়ন হইবে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

فَنَزَّلُ مِنَ حَمِيمٍ ﴿٦٤﴾

৯৫। এবং জাহান্নামের দহন।

وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿٦٥﴾

৯৬। নিশ্চয় ইহাই বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস,

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٦٦﴾

৯৭। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

يَا قَسِيحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٧﴾